দৈনিক সংবাদ 64
তারিখ ... JUL-17 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

মেহেরুন রুনী

ক্যাম্পাস কাহন

হলিক্রসের খুদে বিজ্ঞানীরা

এই যে মিস্ শায়লা। মাথার চুলগুলো নিয়ে কি সমস্যায় পড়েছেন? কিছুতেই বাগ মানতে চায় না। পেয়ে যাবেন সমাধান। শুধু একটু অপেক্ষা। ব্যস্! আর কিছুই নয়। আর মিসেস্ নাজমা আপনার বাড়ির আঙ্গিনায়তো একটা নিম্ গাছ আছে তাই না? রোজ ২/৩ বেলা করে আপনাকে ছায়া-বাতাস দিয়ে যাচ্ছে সমানে। কিন্তু এই বৃক্ষ মহাশয়ের আরো গুণের খবর কি আপনার জানা আছে? এই যেমন ধরুন আপনার বাড়ির তেলেপোকা কিংবা আপনার মেয়ের মাথার উঁকুন সব ছাফা করতে পারে এই নিম। আপনি না জানলে অসুবিধা নেই, সব জানা হয়ে যাবে। আর আপনারা কেউ কি পানির অপচয় রোধ করতে চান? কিংবা রাত-বিরাতে যে চোরটা আপনাদের ডিসটার্ব করছে তাকে সাইজ করতে? ভাবছেন আমরা আবার কবে মুশকিল আছানের পসরা বসালাম। নারে ভাই, আমরা না। এসব কিছু নিয়ে সেদিন হাজির হয়েছিলো এক গাদা ক্ষুদে বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীরা সবাই হলিক্রস স্কুলের ছাত্রী। আর সবাই সেদিন অংশগ্রহণ করেছিলো তাদের স্কুলের তিনদিনব্যাপী বিজ্ঞান মেলায়।

প্রজেক্ট পসরায় কিছুক্ষণ

স্কুল পর্যায়ের এই বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করেছিল ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর ১০০০ ছাত্রী। তারা মোট ১০০টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ১০০টি প্রজেক্ট নিয়ে হাজির হয়েছিলো। ক্লাস সেভেনের একদল ছাত্রী পৃথিবীর পরিবেশ ও জীবজন্তু বিবর্তনের জ্ঞান নিয়ে বসেছিলো তাদের প্রজেক্ট "জিওলোজিক্যাল টাইম স্কেল"-এর ব্যানারে। মাথার চুল নিয়ে যারা চিন্তিত তাদের জন্য ক্লাস সেভেনের তানিয়া তামান্নার ডিম ও লাল মাটি দিয়ে তৈরি করা শ্যাম্পু নিয়ে এসেছিলো। অবশ্য ক্লাস সিক্সের সাদিয়াদের এই একই প্রজেক্টের উপাদান ছিল ডিম, বেলেমাটি, তেল আর গরম পানি। ক্লাস সিক্সের মুনতাজেরার আয়োজন ছিল বিশাল। তার 'সৌর জগৎ মহাকাশের বিস্ময় অভিযান ও সাফল্য' নামের প্রজেক্টে কৃত্রিম উপগ্রহ ভয়েজার উপস্থিত ছিল। দেখে কে বলবে এটা নকল ভয়েজার? পরিবেশ দূষণ নিয়ে চিন্তার অন্ত ছিল না অংশগ্রহণকারিনী হবু বিজ্ঞানীদের। আর এ জন্য তাদের অধিকাংশ প্রজেক্টই ছিল পরিবেশ সম্পর্কিত। ক্লাস সিক্সের নন্দিতার প্রজেক্ট ছিল 'রাসায়নিক সারের বিকল্প নিলাভ সবুজ শৈবাল'; এইটের নাজিয়াদের প্রজেক্ট 'পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার' 'মানব জীবনের প্লাস্টিকের উভয়মুখী প্রভাব ও তার প্রতিকার' নিয়ে হাজির ছিলো জাকিয়া, ফারিয়া, সান্তরা, সোনালী, মৌসুমী, শুভ্রাসহ আরো অনেকে। বাড়ির নিম গাছটাকে কাজে লাগাবেন কিভাবে এর উপায় নিয়ে হাজির ছিলো দু'দুটো দল। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বিপাশারা আর নবম শ্রেণীর শারমিনরা। তারা নিম থেকে তেল, শ্যাম্পু, মশার কয়েল, টুথপাউডার, তেলেপোকা মারার ওষুধ আরো কত কিছু যে বানিয়েছিল। আর ক্লাস নাইনের তালাত জাবীন লেবু, ব্লিচিং পাউডার, আলু আর ইউরিন থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার কৌশল নিয়ে এসেছিলো। দর্শকদের বেশ আগ্রহভরে স্পিরুলিনার ব্যবহার, চাষ পদ্ধতি ও উপকারিতা সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিল নবম শ্রেণীর লতিফা। নবম শ্রেণীর শ্রাবণী, সালমারা খুব উৎসাহ নিয়ে তাদের প্রজেক্টের উপকারিতা বোঝাচ্ছিল উপস্থিত সবাইকে। তাদের প্রজেক্ট ছিল 'কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষা ও সাধারণ জ্ঞান'। অবসর, সোনামনি, বাংলাদেশ '৭১'-সহ বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষা ও সাধারণ জ্ঞানকে আনন্দদায়ক করাই ছিল তাদের প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য। নিজেদের স্কুলকে সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত করার প্রজেক্ট নিয়ে হাজির হয়েছিলো। সামিয়া, সুমাইয়া, তিথি লিজাসহ আরো অনেকে। তাদের প্রজেক্টের নাম ছিল 'ওয়েব পেজ ওঅন হলিক্রস স্কুল এন্ড পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন'। 'সহজ শিক্ষার উপকরণ'- এই প্রজেক্টটিকে মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও কার্যকরী প্রজেক্ট বলা যায়। যে পেনটোগ্রাফের নাম ১০-১৫ হাজার টাকা ছাত্রীরা তা বানিয়েছে মাত্র ৫০ টাকায়। এছাড়া মাইক্রোস্কোপ ৮০ টাকায় ও ক্যালিওস্কোপ মাত্র ১০০ টাকায় তৈরি করেছে। সেগুলোর বাজার দাম যথাক্রমে ৫-৯০ হাজার টাকা ও ৩৫-৪০ হাজার টাকা। মেলায় এ প্রজেক্টটি দর্শকদের মধ্যে দারুণ আগ্রহের সৃষ্টি করেছিলো।

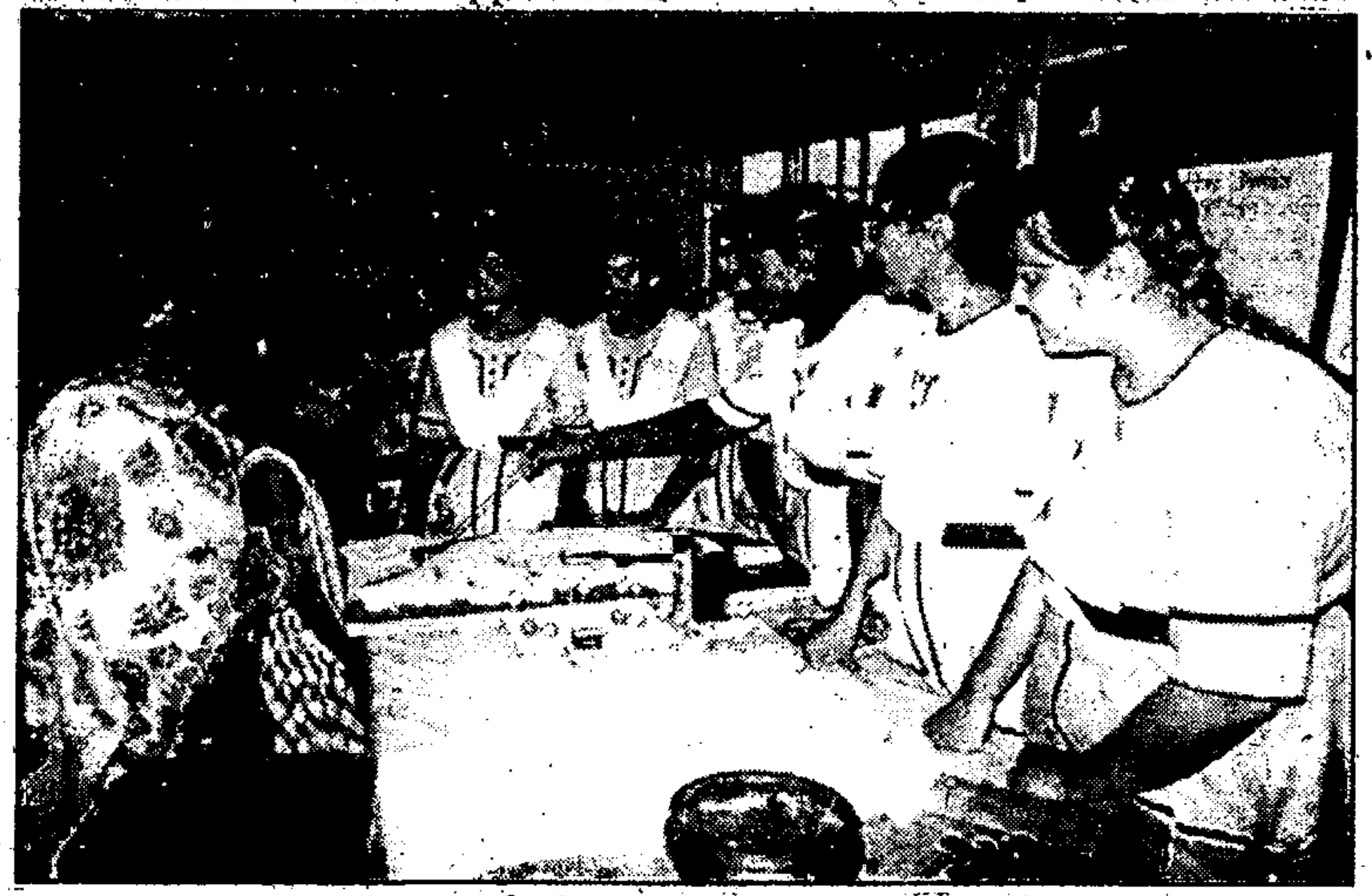

খুদে বিজ্ঞানীরা প্রজেক্ট বোঝাচ্ছে আগত দর্শকদের

আরো যত প্রজেক্ট

মেলায় ছিলো আরো হরেক রকমের প্রজেক্ট। সবগুলোর বর্ণনায় নামলে হয়তো 'ক্যাম্পাস' পাতায় সেটা আরো দু'দফায় ছাপাতে হবে। তাই এবার শুধু কিছু প্রজেক্টের নাম জানিয়ে দিচ্ছি। বাস্তুতন্ত্র, কার্বন-ডাই অক্সাইডের সদ্ব্যবহার, পানির অপচয় রোধ, হাত বাড়ালেই পানি।

এখানে কলের সামনে হাত রাখলেই পানি আসবে আবার হাত সরালে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যাবে) আর্সেনিক দূষণ, বালিতে চাষ, হলিক্রস স্কুলের যানজট সমাধান, ধানখেতে মাছের চাষ, সিকিউরিটি এ্যালার্ম, মহাকাশে হোটেল নির্মাণ, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, পরিকল্পিত খেলার মাঠ, প্রাণের উৎপত্তি ও বিনাশ, আটলান্টিক মহাসাগরের রহস্য, যানজট সমস্যা নিরসনে ফ্লাইওভার, বৈজ্ঞানিক উপায়ে যানজট নিরসন—হ্যাঁ এই এতো এতো এবং আরো এতো এতো প্রজেক্ট নিয়ে হাজির হয়েছিলো সব খুঁদে বিজ্ঞানীরা।

পুরস্কার প্রাপ্ত প্রজেক্ট

এবার পুরস্কারের পালা। ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে প্রথম হওয়া প্রজেক্টের নাম 'দৈনন্দিন জীবনে নিমের ব্যবহার'। ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী প্রজেক্টে যথাক্রমে সৌরজগত মহাকাশের বিস্ময়ক অভিযান' ও সাফল্য এবং সহজ মেটাল ডিটেক্টর। ৭ম শ্রেণীর ১ম ও ২য় স্থান অধিকারী প্রজেক্টের নাম যথাক্রমে ওয়েব পেজ অন হলিক্রস স্কুল এন্ড পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন' এবং পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষায় উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা। ৩য় স্থান অধিকার করেছে দু'টো প্রজেক্ট 'জিওলোজিক্যাল টাইমস্কেল' ও 'কচুরিপানার বহুমুখী ব্যবহার', ৮ শ্রেণীর

১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী প্রজেক্টের নাম 'বাস্তুতন্ত্র', 'হলিক্রস স্কুলের যানজট নিরসন' ও কার্বন ব্ল্যাক প্রজেক্ট'। 'সহজলভ্য শিক্ষার উপকরণ', 'মৎস্য উপজাত থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতকরণ,' সিপরুলিনা', ও 'ছায়া নির্দেশক যন্ত্র'—এগুলো যথাক্রমে নবম শ্রেণীর ১ম, ২য় ও ৩য় (২টি) স্থান অধিকারী প্রজেক্টের নাম। ১০ম শ্রেণীতে পুরস্কার পেয়েছে মোট ৫টি প্রজেক্ট। ১ম স্থান অধিকার প্রজেক্ট 'হাত বাড়ালেই পানি ও পানির অপচয় রোধ'। দৃষ্টিচক্র ও ভিটামিন এ' এবং 'রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থের বাণিজ্যিক ব্যবহার' ২য় স্থান প্রাপ্ত দু'টো প্রজেক্ট। ৩য় স্থান অধিকার করেছে দু'টো প্রজেক্ট। 'প্রোপার ইউস অফ সারফেস্ ওয়াটার' এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং'।

মেলায় কমবেশি সব প্রজেক্টই ছিলো যুগোপযোগী ও কার্যকরী। আর এ সবের পিছনে কাজ করেছিলো অসম্ভব বুদ্ধিদীপ্ত কিছু মস্তিষ্ক। ভাবতে ভাল লাগে এরাই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কর্ণধার।